তিন মূর্তি এনক্লেভে প্রধানমন্ত্রীদের জন্য তৈরি হচ্ছে মিউজিয়াম, মনমোহন সিং সহ কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : দেশের প্রধানমন্ত্রীদের জন্য তিন মূর্তি এস্টেটে তৈরি হচ্ছে মিউজিয়াম। সোমবার মহাষষ্ঠীর দিন এই মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা এবং নগরোন্নয়ন ও আবাসন দফতরের প্রতিমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। উল্লেখ্য, এই তিন মূর্তি ভবনই ছিল দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরকারি বাসভবন। তাঁর স্মৃতিতেই এতদিন তিন মূর্তি ভবন নেহরু স্মারক মিউজিয়াম হিসেবে পরিচিত ছিল।

কিন্তু গান্ধি পরিবারের প্রবল বিরোধী নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এই তিন মূর্তি ভবনকে বেছে নেওয়া হয়েছে দেশের সব প্রধানমন্ত্রীর জন্য মিউজিয়াম তৈরি করতে। এই ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। একা কংগ্রেস নয়, দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও তিন মূর্তি ভবনে প্রধানমন্ত্রীদের জন্য মিউজিয়াম তৈরির তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের কথা জানাতে গত শুক্রবার সন্ধ্যাতে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। সেখানে সরকারের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত সব প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তথ্য ধরা থাকবে এই মিউজিয়ামে।

কিন্তু মিউজিয়ামের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস উদ্বেগ প্রকাশ করে। গত মাসেই মনমোহন সিং তাঁর উত্তরাধিকারী নরেন্দ্র মোদীকে এ নিয়ে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতেও তিন মূর্তি এনক্লেভে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরির চরিত্রগত ও অন্যান্য পরিবর্তন নিয়ে সরকারের উদ্যোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিন মূর্তি কমপ্লেক্স ছাড়ার অনুরোধ করেছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী যে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়িটি আসলে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি।

মনমোহন সিং তাঁর চিঠিতে আরও বলেছেন, বর্তমান মিউজিয়ামটির ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়েছে। এই পরিকল্পনা করেছে বর্তমান বিজেপি সরকার। অথচ অটলবিহারী বাজপেয়ী ছ'বছরের রাজত্বে এনএমএনএল-এর স্বাভাবিক ও চারিত্রিক পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা করা হয়নি। তিন মূর্তি কমপ্লেক্সকেও রাখা হয় একেবারে অবিকল আগের অবস্থাতেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বর্তমান সরকারের লক্ষ্যই হল এই কমপ্লেক্সের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটানো। সিং নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন গত ২৪ আগস্ট। যদিও তারপরও ওই কনক্লেভে তৈরি হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীদের জন্য স্মারক মিউজিয়াম। এদিকে কংগ্রেসের দুই প্রবীণ নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে ও জয়রাম রমেশ সহ বহু ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবীও কেন্দ্রের এই উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রসঙ্গত, দুই কংগ্রেস নেতাই এনএমএমএল-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। কংগ্রেসের কোনও কোনও সদস্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে একটি চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে নেহরুর ভাবধারাকে এভাবে ধ্বংস না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

তবে কংগ্রেসের অনুরোধে বর্তমান সরকার যে কর্ণপাত করছে না তার উদাহরণ মহাষষ্ঠীর দিন তিনমূর্তি এস্টেটের মিউজিয়ামকে দেশের প্রধানমন্ত্রীদের জন্য উৎসর্গ করা। এই নতুন মিউজিয়ামে লালবাহাদুর শাস্ত্রী সহ দেশের পরবর্তী সব প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে নানারকম বিষয় থাকবে। কেন কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরকারি বাসভবন তিনমূর্তি এস্টেটকে এ ধরনের মিউজিয়াম করা হচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহল প্রশ্ন তুললেও সরকার নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। এ নিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রক মুখে কুলুপ এঁটেছে।

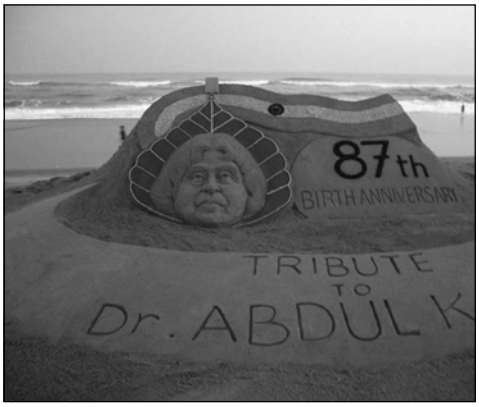

ভারতরত্ন ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে সোমবার ওড়িশার পুরী বিচে বালি দিয়ে তাঁর মূর্তি তৈরি করেছেন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়কে।

কথা না বলে রামমন্দির নির্মাণে অর্ডিন্যান্স আনুক কেন্দ্র, দাবি শিবসেনার

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার অনেক আগেই বন্ধনমুক্তি হয়েছে। কারণ সেনা আর এনডিএ জোটে নেই। কিন্তু অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে তারা রীতিমতো তাগাদা দিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। গত কয়েকদিন ধরেই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে আরএসএস ও বিজেপির ছোট-বড়-মাঝারি নেতারা নানারকম মন্তব্য করে চলেছেন। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে কংগ্রেসের দাবি, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই বিজেপি নেতারা অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে জলঘোলা শুরু করেছে। নির্বাচন মিটে গেলেই মন্দির নির্মাণ নিয়ে তাদের যাবতীয় আগ্রহ বিশ বাঁও জলে চলে যাবে।

শিবসেনার প্রবীণ নেতা সঞ্জয় রাউত একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দাবি করেছেন, তিন তালাক এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি আইনের সংশোধন নিয়ে কেন্দ্র যেভাবে অর্ডিন্যান্স এনেছে, ঠিক সেভাবেই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়েও অর্ডিন্যান্স আনা হয়। লোকসভা এবং বিধানসভায় বিজেপির এই মুহূর্তে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে দিয়েও তারা অর্ডিন্যান্সে সই করাতে পারবে। কাজেই এ নিয়ে বেশি কথা বলার থেকে অর্ডিন্যান্স আনাই ভাল।

রাউত গত রবিবারই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকার সাহস দেখাক বলেও মন্তব্য করেছিলেন। দলের মুখপত্র 'সামনা'য় প্রবন্ধ লিখে শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত দাবি করেছিলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে যদি মুসলিমরা সম্মত হয়, তবে ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্সের যুগ শেষ হবে। উল্লেখ্য, রাউত সামনা'র কার্যনির্বাহী সম্পাদক। অর্ডিন্যান্স এনে রামমন্দির নির্মাণের কথা যেমন তিনি বলেছেন, সেরকম রামমন্দির তৈরি হলে তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করবে কি না, সেই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই বলেছেন, মন্দির নির্মাণ করতে হলে রীতিমতো বুঝবার পাটা থাকা চাই নরেন্দ্র মোদী সরকারের।তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রাউত আরও বলেছেন, ইরান এবং পাকিস্তানের মতো বহু ইসলামিক দেশেও মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুলডোজার দিয়ে। এই সত্যটি গ্রহণ করতে হবে মুসলিমদের। তাঁরা যদি মনে করেন, বাবরি মসজিদ অবিলম্বে আগের মতোই থাকবে তবে ভুল করবেন। যেদিন মুসলিমরাও এই বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন সেদিনই বড় ধাক্কা খাবে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। রাউত বিজেপির ফায়ারব্র্যান্ড সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর অভিযোগেরও উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গে। উল্লেখ্য, স্বামী তাঁর অভিযোগে বলেছেন গেরুয়া দল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সাফল্য পেতে অযোধ্যা তাস খেলতে শুরু করেছে। এই ঘটনা বড় উদ্বেগজনক। কারণ দেশ এখন অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একসময়ের জোটসঙ্গী বিজেপি যে কেন্দ্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সেই দাবিকে জোরালো করতেই রাউত স্বামীর বক্তব্য তুলে ধরে বলেছেন, এখন হিন্দু তাস খেলে নির্বাচনে জয় পেতে চাইছে ওই দল।

বিজেপি নেতারা ইতিমধ্যেই ঠারেঠোরে ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ছোটখাটো যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অথবা বেশকিছু ইস্যুতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে সারা দেশে। রামমন্দির নির্মাণ বিজেপির কাছে এরকমই একটি স্পর্শকাতর ইস্যু বলেও মন্তব্য করেছেন রাউত। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় মুসলিমদের কিছুটা সহবত শেখানোরও চেষ্টা করেছেন। সেনা নেতার মতে, ভারতীয় মুসলিমরা যদি ২০১৯-এর আগেই বাবরি বিতর্কের অবসানে সম্মত হন, তবে দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে নতুন যুগের সূচনা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে রয়েছে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক মামলা। কয়েক দশকের পুরনো বিতর্কের সমাধানের জন্য বেশকিছু বিশিষ্ট মুসলিম নেতা বিতর্কিত স্থানে মন্দির নির্মাণকে সমর্থন করেছেন। রাউতের মতে, ধর্মীয় কারণে রামমন্দির নির্মাণের ঘটনা বহু রক্তপাত ঘটিয়েছে। কেউই আর এর পুনরাবৃত্তি চান না। কিন্তু কেন্দ্রের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা এই ইস্যুতে অদ্ভুত রকমের মৌনতা অবলম্বন করেছেন। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে তাঁদের মুখে একটি শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

৮৭তম জন্মদিনে কালাম স্মরণ

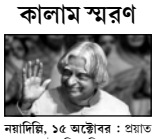

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের ৮৭তম জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করা হল। ভারতে মিসাইল ম্যান নামে তিনি পরিচিত। দেশের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা এদিন ট্রাইট করে দেশের প্রতি তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, শিশুদের প্রতি তাঁর ভালবাসা যে সকলকে অনুপ্রাণিত করত সেকথাও বলেন তিনি। উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু ট্রাইট করে বলেন, এপিজে আবদুল কালামের জীবন তরুণ সমাজের স্বপ্নপূরণে রীতিমতো উৎসাহজনক। প্রসঙ্গত, ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে জন্ম হয় ডঃ এপিজে আবদুল কালামের। পদার্থবিজ্ঞান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। পরবর্তীকালে তিনি এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েও পড়াশোনা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও মানবতায় তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ২০০২ সালে কালাম দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি হন। তাঁকে জনগণের আবার সামাজিক মাধ্যমে মেয়েদের যৌন হেনস্থা নিয়ে যে মি টু আন্দোলন শুরু হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন মধ্যপ্রদেশের এক বিজেপি বিধায়ক উষা ঠাকুর। ইন্দোর থেকে উষা বলেছেন, কিছু কিছু মেয়ে

মি-টু : আকবরকে পদত্যাগ করতে বলবে না দল, মোদীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : কেন্দ্রের বিদেশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর একাধিক মহিলাকে যৌন হেনস্থার দায়ে অভিযুক্ত হলেও তাঁকে এখনই মন্ত্রিসভা ছাড়তে বলা হবে না বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, আকবর তাঁর বিরুদ্ধে মেয়েদের যৌন হেনস্থার অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, সরকারের মত হল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাস আগে এই ইস্যুতে আকবরকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে এই ভুল করতে চায় না কেন্দ্র। কারণ এবারের নির্বাচনকে তাঁরা শুধু কঠোর নয়, কঠোরতম পরীক্ষা বলে মনে করছে।

এদিকে মি টু নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠছে বলিউড। সেখানে প্রতিদিনই কারও না কারও নামে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। ১১ জন মহিলা চিত্র পরিচালিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউডের কারও বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে নিয়ে ছবি পরিচালনা করবেন না। এদিন চেতন ভগতের নামে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আইনজীবীরা আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে বিনোদ দুয়া পর্যন্ত।

বিজেপির মহিলা শাখা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামবে বলে মনে করা হচ্ছিল। উল্টে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা মহিলাদেরই এজন্য দোষী সাব্যস্ত করছে। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশে বিজেপির মহিলা শাখার প্রধান লতা এজন্য মেয়েদের দোষারোপ করেছেন। সোমবার

ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশে অনেক সময় কম্প্রোমাইজ করে থাকে। এ কারণে মেয়েদেরই এই সমস্যা মেটাতে হবে। উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, উষা এর আগেও এ ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর উষা দাবি করেছিলেন, নবরাত্রিতে গরবা নাচের উৎসবে মুসলিম যুবকদের যোগদান নিষিদ্ধ করা উচিত। কারণ এই নাচে অংশ নিয়ে তারা হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমায়। তারপর তাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে।

এছাড়া গরবা নাচের সময় মেয়েরা যাতে ভর পোশাক পরে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আয়োজকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন উষা। এই তো সেদিন অর্থাৎ গত মাসে উষা মুসলিম সমাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ঈদ-উল-আজহাতে হয় তাঁরা নিজের পুত্রসন্তানদের বলি দিন অথবা পশুবলি দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। তিনি বিতর্কিত এক ধর্মগুরুর আশ্রমে গিয়ে আরতি করেছেন এমন ছবিও পাওয়া গেছে। ওই ধর্মগুরুকে সম্প্রতি যৌন হেনস্থার অভিযোগে জেলে যেতে হয়েছে। বিজেপি এখনও পর্যন্ত লতার মন্তব্য নিয়ে একটি কথাও বলেনি।

তবে গত দু'সপ্তাহ ধরে মি টু আন্দোলনের জেরে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নানারকমভাবে নাস্তানাবুদ করার যে ধারা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মেয়েরা। একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রতিমন্ত্রী এমজি আকবর সহ কেরালার খেত, অলোক নাথ এবং সাজিদ খানের মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছেন। কারণ তাদের কোনও বক্তব্যই গ্রাহ্য করা হচ্ছে না।

এদিকেই মি টু নিয়ে সরকার অস্বাভাবিকরকম নীরব। এমজি আকবর তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন সাধারণ নির্বাচনের ঠিক কয়েকমাস আগেই মি টু নিয়ে ঝড় তোলা হচ্ছে। এইসব ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও ন্যাক্কারজনক অভিযোগ যে তাঁর মানমর্যাদা নষ্ট করছে, সেকথাও বলেছেন আকবর। তবে প্রধানমন্ত্রী আকবরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক রকম নীরব থাকলেও এবং দলের কিছু শীর্ষ নেতা নির্বাচনের ঠিক আগে এ নিয়ে হইচই করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করলেও দলের প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে বিজেপি নাকি স্পষ্টই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল চান, মন্ত্রীকে তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত।

অন্যদলের বক্তব্য, দল আরও ক্ষতির মুখে পড়ার আগেই আকবরকে বিজেপি ছাড়ার কথা বলা হোক। কারণ তাঁকে নিয়ে বিজেপির ভাবমূর্তি ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নাইজেরিয়া সফর সেরে দেশে ফেরার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়ে তাঁর পদত্যাগের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও সম্পর্ক নেই বলেও জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আকবর যেসব মহিলাদের যৌন হেনস্থা করেছেন বলে অভিযোগ তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়া রামানি, ঘাজালা ওয়াহাব, সুমা রাহা, অজু ভারতী এবং সুতপা পল। প্রিয়া রামানি এক বছর আগেই একটি ম্যাগাজিনে আকবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন।

সবরীমালা নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত, বৈঠক শেয়ারহোল্ডারদের

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ অক্টোবর : ত্রিবাঙ্কুর দেবাশ্রম বোর্ড সবরীমালা মন্দিরের বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের বৈঠক ডাকল। এই দেবাশ্রম বোর্ড এখনও পর্যন্ত কেরলের ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঠেকিয়ে রেখেছে। এছাড়া আগামী মাসে শুরু হচ্ছে তীর্থযাত্রীদের বাৎসরিক মরশুম অর্থাৎ এই সময় থেকে সবরীমালা মন্দিরে ভিড় বাড়তে থাকে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেও দেবাশ্রম বোর্ড সম্ভবত পন্থতি শুরু করেছে। সবরীমালা মন্দিরের মূল শেয়ারহোল্ডার হলেন পান্ডালাম রাজপরিবারের প্রতিনিধিরা, সবরীমালা মন্দিরের পুরোহিতরা ও তাঁদের সংস্থা এবং একাধিক হিন্দু সংস্থা। তাঁদের সকলকেই মঙ্গলবার এক বিশেষ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বৈঠক হবে তিরুবনন্তপুরমের দেবাশ্রম বোর্ড অফিসে এবং জানিয়েছেন টিডিবি সভাপতি এ পদ্মকুমার। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, বোর্ডের বৈঠক ডাকার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, সবরীমালা নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। তবে বৈঠকে সব শেয়ারহোল্ডাররাই যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে এখনও রীতিমতো সন্দেহ আছে। পান্ডালাম রাজপরিবার ও তাবামনপত্নীরা এখনও পর্যন্ত টিভিবি-র সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।

কেরলে শুরু হচ্ছে জাহাজ পর্যটন। এই উপলক্ষে কোচি বন্দরের রিসেপশন সেন্টারে স্বাগত জানানো হচ্ছে বিদেশি পর্যটকদের।

রাজধানীর দূষণ ঠেকাতে জরুরি পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : আসন্ন শীতেরাজধানীরদূষণেরসঙ্গেলড়াই করতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জরুরি ভিত্তিতে অ্যাকশন প্ল্যান কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণশীতের সময় দিল্লির বাতাসের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকে। এছাড়া অতি সম্প্রতিনাসার উপগ্রহ চিত্র থেকে জানা গেছে, এ মাসের গোড়া থেকেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের খড় পোড়ানো শুরু হবে। এর ফলে প্রবল ধোঁয়া দিল্লির বাতাসকে আরও ভারী করে তুলবে। প্রতি বছর অক্টোবর ও নভেম্বরে খড় পোড়ানো শুরু হয়। এছাড়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গমের খড় পোড়ানোর কাজ শুরু হয় সাধারণত এপ্রিলে। এর ফলে দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক দূষণ দেখা দেয়। কারণ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে ভারী ধোঁয়া রাজধানীর আকাশকে ঢেকে ফেলে। গত বছর এর ফলে ভয়ঙ্কর দূষণ দেখা দিয়েছিল রাজধানীতে। শেষ পর্যন্ত দিল্লি মন্ত্রিসভা একদিন জোড়, একদিন বিজোড় নম্বরের গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর ধোঁয়া দিল্লিতে কুয়াশার সঙ্গে মিশে ধোঁয়াশা তৈরি করে প্রতি বছর শীতে। ফলে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনকি দূষণের ফলে গত বছর রাজধানীতে স্কুল-কলেজও বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সেই কারণে এবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আগেভাগে আসন্ন শীতের মরশুমে রাজধানীতে বাতাসের মাত্রা যাতে ভারী না হয়, সেই ব্যবস্থা শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, গত বছর রাজধানীতে দূষণ ঠেকাতে দিওয়ালির সময় শব্দবাজির সঙ্গে সঙ্গে আতসবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর ফলে বহু মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিলেও দিল্লি সরকার কঠোরভাবে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ করে। কারণ দূষণ ও কুয়াশা মিলিয়ে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়, তা এতটাই বিষাক্ত ছিল যে তাতে শ্বাস নেওয়া দিল্লিবাসীর পক্ষে কষ্টের হয়ে উঠছিল।

No. TN-DB/SAD/2018-19/2503 dt. 09/10/2018

NOTICE INVITING e-TENDERS

The Executive Engineer, South Andaman Division, APWD, Port Blair invites on behalf of the President of India sealed item rate tender for following work:

1. ***NIT No. 11/EE/SAD/APWD/2018-19, Tender ID: APWD1071, Name of work**: Construction of cement concrete drain cum Toe/Retaining wall from ANIIDCO Office towards PBSD office for a length of 250 mtr. in lieu of Providing and fixing metal Crash Barrier from Austinabad junction to Plasma Unit at Brookshabad wherever necessary (2nd Call), **Estimated Cost:** Rs.**34,86,104**/-, **Earnest Money:** Rs.**69,722**/-, **Time of completion**: 03 (Three) Months & **Last time and date of submission of bid** : 30/10/2018 (15:00 hrs).*

The Tender forms and other details can be obtained from the website https://eproc.andaman.gov.in

Executive Engineer,
3421/18 **SAD, A.P.W.D., Port Blair.**